চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২১ জুলাই ২০২২ খ্রি.

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে ব্যবসা ও শিক্ষা অনুদান বিতরণকালে মেয়র
নারী সমাজ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নত মানসম্পন্ন জীবন নিশ্চিত করতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন করা সম্ভব না হলে উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছেন। তিনি আমাদের রূপকল্প-২০৪১ এর মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দিয়েছেন সেই উন্নত বাংলাদেশ গড়তে হলে নারী সমাজ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নত মানসম্পন্ন জীবন যাপন নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের সকল মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা অব্যাহত রেখেছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর থিয়েটার ইনস্টিটিউট হলে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ইউএনডিপি ও এফসিডিও এর সহায়তায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যবসা ও শিক্ষা অনুদান বিতরণকালে তিনি এ কথা বলেন। চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলআইইউপিসির টাউন ম্যানেজার মো. সরোয়ার হোসেন খান, পুষ্টি বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ হানিফ, টাউন ফেডারেশনের চেয়ারপার্সন কোহিনুর আক্তার প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, সরকার ভূমিহীন ছিন্নমুল মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব অর্থায়নে গৃহহীনদের মাঝে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে এবং এক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও এলআইইউপিসির সহযোগিতায় নগরীর নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য স্বল্প মূল্যে গৃহ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নিম্ন আয়ের মানুষের বাসস্থান সমস্যার সমাধান হবে বলে আশাবাদ তিনি ব্যক্ত করেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠির উন্নয়ন প্রকল্পের জাতীয় নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচীর আওতায় আর্থসামাজিক তহবিলের অধীনে উপকার ভোগীদের মাঝে ব্যবসা ও শিক্ষা অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে ৫২০ জন নারী ক্ষুদ্র ও দলীয় ব্যবসায়ীদের ৪২ লাখ টাকা এবং ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ৯ লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয়। এই অনুদানের টাকা মেয়র ঘোষনার মাধ্যমে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের সহযোগিতায় রকেট একাউন্টে তাৎক্ষনিক প্রেরণ করা হয়।

চসিক বর্জ্য স্ট্যান্ডিং কমিটি সভায় মেয়র

ডেঙ্গুর প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কখনো নাগরিক সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন ছাড়া সফল হতে পারে না। এ সময় পরিচ্ছন্ন শহর গড়তে জনগনকে দায়িত্ব নেয়ার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, আমি বলতে চাই ভালবাসা দিবস একদিন আসুন আমরা নগরকে ভালবাসি প্রতিদিন। তিনি বলেন, আমরা নিয়মিত খাল-ড্রেন পরিস্কার করছি কিন্তু বাসা বাড়ির আবর্জনা খাল-ড্রেনে ফেলে আবার তা ভরাট করছি। মেয়র ডোর টু ডোর কর্মীদের হাতে গৃহস্থালী বর্জ্য তুলে দেয়ার জন্য নগরবাসির প্রতি অহ্বান জানান। তিনি বলেন, এখন বৃষ্টির মৌসুম ফলে এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র বাড়ছে বিশেষ করে বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে মশার ডিম পাড়া ও প্রজননের জন্য খুবই উপর্যুক্ত সময়। শীতের আগ পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রার্দুভাব থাকবে। আমরা সকলে জানি ডেঙ্গু জ্বর হয় এডিস মশার কারণে তাই মশাকে নিয়ন্ত্রনই হচ্ছে ডেঙ্গু প্রতিরোধ তথা তার প্রকোপ কমানোর প্রধান উপায়। মশার প্রজনক্ষেত্রে বা ডিম পাড়ার স্থান যাই বলিনা কেন এগুলোকে ধ্বংস করতে হবে। মশক নিধন কর্মীদের বাসা বাড়ি হাসপাতাল, অফিস আদালতের আনাচে-কানাচে ও জলাশয়ে, মশার ঔষধ ছিটানো এবং মশক নিধন কার্যক্রমের গতি বাড়ানোর জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। মশক নিধন কাজে নিয়োজিতদের জন্য আলাদা পোষাক ও এই কার্যক্রমে বিশেষ দলের জন্য অন্য রংয়ের পোষাকের ব্যবস্থা, মশার ঔষুধ ছিটানো জন্য স্প্রে, ফগার মেশিন ও ঔষুধ যথাযথভাবে সরবরহা করা হবে বলে জানান। মেয়র কোরবানি পশুর বর্জ্য অপসারণ নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে পরিষ্কার করায় সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি নগরবাসিকে ডেঙ্গু জ্বরে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরার্মশ নেয়ার জন্য আহ্বান জানান।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বাটালি হিলস্থ চসিক নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে বর্জ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন। বর্জ্য স্ট্যন্ডিং কমিটির সভাপতি মো. মোবারক আলীর সভাপতিত্বে ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন-কাউন্সিলর হাজী মো. নুরুল হক, আবদুল বারেক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, মোহাম্মদ ইলিয়াছ, পরিচ্ছন্ন বিভাগের জোন প্রধানদের মধ্যে প্রণব শর্মা, হাসান রেজা, কল্লোল দাশ, আলী আকবর, মোহাম্মদ হাসান ও আবু তাহের প্রমুখ। মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান আদালত ইতোমধ্যে নিমাণাধীন বিভিন্ন টাওয়ার ও ইমারত নির্মাণের জন্য তৈরীকৃত জলাধারে জমা পানি রাখার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে মেয়র আরো বলেন, যাদের বাড়ি বা আঙ্গিনায় এডিস মশার লার্ভা পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে জরিমানসহ আনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে তিনি নগরবাসিকে দিনের বেলা মশারী টাংগিয়ে ঘুমানো, বাসা বাড়ির দরজা জানালা ও ভেন্টিলেটরে মশা নিরোধক নেট ব্যবহার, শিশুদের স্কুল ড্রেসের ফুলহাতা শার্ট, ফুল প্যান্ট, মোজা ব্যবহার, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ক্যান, টিনের কৌটা, মাটির পাত্র, বোতল, নারিকলের খোশা, ফুলের টপ, বালতি, ড্রাম, প্লাষ্টিক ও সিমেন্টের ট্যাংক, কিংবা মাটির গর্তে ৩-৫ দিনের বেশি জমানো পানি না রাখায় এবং গাড়ী টায়ার, এসির নিচে, ফ্রিজের নিচে সামান্য পানি জমে থাকলেও তা পরিস্কার ও নিস্কাশন করার জন্য নগরবাসির প্রতি আহবান জানান। ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে আগামী সাপ্তাহে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে একযোগে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হবে।

চসিক ভ্রাম্যামান আদালত

বিভিন্ন অপরাধে ৬ ব্যক্তিকে ২৭ হাজর টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মরুফা বেগম নেলী পরিচালিত এই অভিযানে চান্দগাঁও খাজা রোডস্থ এনএমসি স্কুল সংলগ্ন বেকারী কারখানার বর্জ্য নালায় ফেলে পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা ও এলাকায় দুর্গন্ধময় পরিবশ সৃষ্টির দায়ে ফার্মভিলে বেকারী মালিককে ১০ হাজার টাকা। একই অভিযানে শাহ আমানত সেতু সংযোগ সড়কের মাথায় নির্মাণাধীণ ভবনের নীচ তলায় এডিশ মশার বংশ বিস্তারে জমাটবদ্ধ পানি উৎস পাওয়ায় মাহবুবুল আলম নামক ভবন মালিককে ৫ হাজার এবং রাস্তায় অবৈধভাবে গাড়ি পাকিং করা, নির্মাণ সামগ্রী ও দোকানের কাঠ রেখে জনসাধারনের চলাচলে প্রতিবনধকতার দায়ে ৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১২ হাজার ৫শত টাকাসহ মোট ২৭ হাজর ৫শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন লালখান বাজার ওয়ার্ডে নালা-নর্দমা ও বাসা বাড়ির আঙ্গিনায় মশার ঔষুধ ছিটানো কার্যক্রম তদারিক করেন এবং বাড়ির আঙ্গিণায় বিভিন্ন ভবনে নীচে নির্মাণাধীন ভবনে, ছাদ বাগানে বৃষ্টির পানি জমা না থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে নগরবাসীর প্রতি অনুরোধ জানান। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩